মিথ্যাবাদীদের মুখোশ উন্মোচন

২

নামাযের মাসআলায় আহলে হাদীস
লা-মাযহাবীদের পরস্পর বিরোধী ফতওয়া

সাইফুল্লাহ আল হানাফী

Scanned by CamScanner

AMRAN HOSAN
Gobindopur, Juri, Moulvibazar
Mobile : 01783587480
01850054403

মিথ্যাবাদীদের মুখোশ উন্মোচন (২)

নামাযের মাসআলায় আহলে হাদীস
লা-মাযহাবীদের পরস্পর বিরোধী ফতওয়া

লেখক
সাইফুল্লাহ আল হানাফী

প্রকাশক
হাফিজ মাওলানা করিমুল ইসলাম
শমসেরগঞ্জ, মৌলভীবাজার

প্রকাশকাল
প্রথম সংস্করণ
জুন ২০১৬ ঈসায়ী
দ্বিতীয় সংস্করণ
সেপ্টেম্বর ২০১৬ ঈসায়ী

মূল্যঃ ২০/- (বিশ টাকা মাত্র)

Scanned by CamScanner

সূচীপত্র

* ভূমিকা ০৩
* নামাযে কাতারে দাঁড়ানোর পদ্ধতি সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী ফতওয়া ০৬
* মুসল্লী নামাযে কোথায় হাত বাঁধবে এ সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী ফতওয়া ০৭
* নামাযে সানা হিসাবে 'সুবহানাকা আল্লাহুম্মা' শেষ পর্যন্ত পড়া সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী ফতওয়া ০৭
* নামাযে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম সরবে পড়বে নাকি নিরবে পড়বে এ সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী ফতওয়া ০৮
* ইমাম, মুকতাদী, মুনফারিদ সকলে সূরা ফাতিহা পড়া প্রসঙ্গে পরস্পর বিরোধী ফতওয়া ০৯
* রুকু পেলে রাকআত পাওয়া হবে কি না? এ ব্যাপারে সালাফীদের পরস্পর বিরোধী বক্তব্য ০৯
* রুকু থেকে উঠে নামাযী কি করবে? এ সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী ফতওয়া ১০
* ইমামের কিরাতই মুক্তাদির কিরাত প্রসঙ্গে পরস্পর বিরোধী ফতওয়া ১১
* সূরা ফাতেহার পর সাকতাহ আছে কি না? এ প্রসঙ্গে পরস্পর বিরোধী ফতওয়া ১২
* সিজদায় যাওয়ার সময় রফয়ে ইয়াদাইন করা নিয়ে সালফীদের ইখতেলাফ ১৩
* দুই সিজদার মধ্যখানে রফয়ে ইয়াদাইন সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী ফতওয়া ১৪
* সিজদাহ থেকে উঠার সময় কীসের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াবে-হাত নাকি হাঁটু এ ব্যাপারে পরস্পর বিরোধী ফতওয়া ১৫
* তাশাহুদের দুআয় কি মুসল্লী السلام عليك أيها النبي পড়বে নাকি السلام على النبي পড়বে? ১৬
* সিজদাহ থেকে দাঁড়ানোর সময় মুসল্লী জালসায়ে ইসতেরাহাত করবে কি না? এ সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী ফতওয়া ১৭
* সহীহ হাদীসের সঠিক অর্থ ও মর্ম অনুধাবনে সালাফীদের পরস্পর বিরোধী ফতওয়া ১৮
* ইমামের সাকতার সময় ফাতিহা পড়া নিয়ে পরস্পর বিরোধী ফতওয়া ২০
* সালাফীরা কি সত্যিই সহীহ হাদীসের উপর আমল করেন ২১
* আহলে হাদীস-সালাফীদের জয়ীফ (দুর্বল) হাদীস বর্জনের প্রবণতা ২১
* ইমাম বুখারী (র.) কি পরিত্যাজ্য হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন? ২৩

ভূমিকা

প্রথমে আমরা সালাফী ও লা-মাযহাবী আলিমদের কয়েকটি উক্তি তুলে ধরছি, যাতে লিখা আছে সহীহ হাদীসের ভিত্তিতে নামায আদায় করলে কোন ইখতেলাফ-ই থাকবে না। তাই তারা সহীহ হাদীসের উপর আমল করেন বলে দাবী করেন। আর সে জন্যেই আহলে হাদীস, লা-মাযহাবী সকলেই নিজেদেরকে সহীহ হাদীসের উপর আমলকারী হিসাবে দাবী করেন। অথচ আমরা তাদের পরস্পরের মধ্যে একই মাসআলায় বিরোধপূর্ণ বক্তব্য লক্ষ করি। নামায সম্পর্কে তাদের পরস্পর বিরোধী বক্তব্যগুলো পর্যালোচনা করলে এটা প্রমাণিত হবে যে, তাদের শীর্ষস্থানীয় আলিমদের নামায সম্পর্কে লিখিত কিতাবাদী পরস্পর বিরোধী ফতওয়ায় ভরপুর। নাসিখ মানসুখ সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব থাকার কারণে তারা একজন অন্যজনকে পরোক্ষভাবে বিদআতী, সুন্নাহ বিরোধী, ভ্রান্ত ইত্যাদি ফতওয়া প্রদান করেছেন। যার প্রমাণ স্বরূপ প্রথমে আমরা বিশুদ্ধ নামায সম্পর্কে তাদের মূলনীতি আলোচনা করব। অতপর তাদের পরস্পর বিরোধী ফতওয়া উল্লেখ করত: এর উপর মন্তব্য করব।

বিশুদ্ধ নামায আদায় সম্পর্কে শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী সাহেব তার 'নবী (সা.) এর সালাত সম্পাদন পদ্ধতি' গ্রন্থের 'গ্রন্থ প্রনয়নের কারণ' অধ্যায়ে লেখেন-

"আমি যেহেতু এ বিষয়ে পরিপূর্ণ কোন কিতাবের সন্ধান পাইনি, তাই আমি ইবাদতের ক্ষেত্রে নবী (সা.) এর পথ অনুসরণে আগ্রহী মুসলিম ভাইদের জন্য এমন একটি কিতাব লিখা নিজের উপর অনিবার্য মনে করলাম, যে কিতাবে তাকবীর থেকে সালাত পর্যন্ত যথাসম্ভব নবী (স.)-এর সালাতের পূর্ণ বিবরণী সন্নিবেশিত হবে, যাতে করে সত্যিকার অর্থে যারা নবীপ্রেমিক তাদের যে কেউ এ কিতাবখানা পেলে সহজভাবে নিম্নোক্ত হাদীসের নির্দেশ বাস্তবায়ন করতে পারে। হাদীসটি এরূপ- صلوا کما رایتمونی اصلی

অর্থ: তোমরা আমাকে যেমনভাবে সালাত পড়তে দেখ ঠিক ঐভাবে সালাত পড়।

এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আমি দৃঢ় প্রত্যয় গ্রহণ করলাম এবং এ সম্পর্কীয় হাদীস অনুসন্ধান শুরু করলাম হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থরাজি থেকে। সে চেষ্টারই ফসল হল- (হে পাঠক) আপনার সামনে উপস্থিত এই কবিতাটি। আমি নিজের উপর শর্ত করে নিয়েছি যে, এতে কেবল ঐ হাদীসগুলোই সন্নিবেশিত করব যেগুলোর সূত্র হাদীস শাস্ত্রের ব্যাকরণ ও মূলনীতি অনুসারে সাব্যস্ত। আর যে হাদীস সূত্রের কোন পর্যায়ে অপরিচিত অথবা দুর্বল রাবী এসে পড়ে যায় সে হাদীস আমি প্রত্যাখ্যান করেছি। যেটা অবস্থা বর্ণনার ক্ষেত্রে হোক অথবা যিকর সংক্রান্ত হোক অথবা ফযীলত বা অন্য কোন বিষয়ে হোক। যেহেতু আমি বিশ্বাস করি যে, সুসাব্যস্ত সহীহ হাদীসই জয়ীফ হাদীস ব্যতিত যথেষ্ট। জয়ীফ হাদীস নির্বিবাদে কেবল ধারণা বা অপ্রাধান্যযোগ্য ধারণার উপকারিতা দিতে সক্ষম। আর তা আল্লাহর বানী অনুযায়ী (لا يغني من الحق شيئ) হক থেকে মোটেও অমুখাপেক্ষী করতে পারে না।

Scanned by CamScanner

নাবী সা. বলেন- اياكم والظن فان الظن أكذب الحديث
অর্থ- তোমরা ধারণা থেকে বেঁচে চল। কেননা ধারণা হচ্ছে সার্বাধিক মিথ্যা কথা।" ["নবী (সা.) এর সালাত সম্পাদন পদ্ধতি" শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী, পৃষ্ঠা:১৬-১৭]

আলবানী সাহেবের বক্তব্য থেকে যা প্রমানিত হয় তা হল:-

ক. আলবানী সাহেবের পূর্বে নামায সর্ম্পকে কোন নির্ভরযোগ্য কিতাব লেখা হয়নি। সুতরাং তার পূর্বেকার কারো নামায শুদ্ধ হয়নি।

খ. তাঁর কিতাব শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সহীহ হাদীসের আলোকে প্রণিত।

গ. জয়ীফ হাদীস কেবল ধারণার উপকারিতা দিতে পারে। আর ধারনা থেকে বেঁচে থাকার প্রতি আল্লাহর নির্দেশ রয়েছে।

অথচ বাস্তবে দেখা যায় আলবানী সাহেব নামায সর্ম্পকে বিভিন্ন ফতোয়া প্রদানে তার দৃষ্টিতে এমন অনেক সহীহ হাদীস এনছেন যে গুলোকে অন্যান্য সালাফী আলিমগণ দূর্বল হাদীস বলে আলবানী সাহেবের বিরোদ্ধে বিদআতী ফতোওয়া প্রদান করেছেন।

বাংলাদেশের সালাফীদের সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান তাওহীদ পাবলিকেশন্স থেকে প্রকাশিত শহীদুল্লাহ খান মাদানীর লিখিত (শহীদুল্লাহ খান হচ্ছেন বাংলাদেশের আহলে হাদীসের অন্যতম শ্রদ্ধাভাজন আলিম, পিস টিভির আলোচিত বক্তা, মাদরাসাতুল হাদীস, নাজির বাজার- এর প্রিন্সিপাল।) মাসনুন সালাত গ্রন্থে আলবানী সাহেবকে বিংশ শতাব্দির যুগশ্রেষ্ট হাদীসবেত্তা, যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করেন। (দেখুন: শহীদুল্লাহ খান রচিত মাসনুন সালাত পৃষ্ঠা ৬৬, ৬৮, ৮০, ৮৯ , ৯০)
অথচ শহীদুল্লাহ খান মাদানী গং সালাফীগণ যে বিষয়গুলোকে সহীহ হাদীসের আলোকে সুন্নত সাব্যস্ত করেছেন, আলবানী সাহেব একই বিষয়কে সহীহ হাদীসের আলোকে বিদআত সাব্যস্ত করেছেন।
প্রক্ষান্তরে আলবানী সাহেব যেসকল বিষয়কে সহীহ হাদীসের আলোকে সুন্নত সাব্যস্ত করেছেন , সে একই বিষয়কে শহীদুল্লাহ খান গং লা-মাযহাবীগণ বিদআত সাব্যস্ত করেছেন।
ইনশাআল্লাহ, পরবর্তী আলোচনা থেকে বিষয়টি প্রমানিত হবে।

বাংলাদেশের সালাফী ও আহলে হাদীস আলিম শায়খ আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম 'পর্যালোচানা ও চ্যালেঞ্জ' পুস্তিকায় লেখেন,"অনেক মাসআলা ও বিষয়ের ক্ষেত্রে মাযহাবী ভিন্নতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দুর্বল অথবা জাল হাদীসের উপর ভিত্তি করে। এ ক্ষেত্রে সহীহ হাদীস মেনে নিলেই ভিন্নতা দূর হয়ে যায়। এমনকি মাযহাবের অনেক এমন বিষয় আছে, যা সরাসরি কুরআন ও সহীহ হাদীস বিরোধী"। (পর্যালোচনা ও চ্যালেঞ্জ: পৃষ্ঠা:৭-৮)

উক্ত বইয়ের ১৭ নম্বর পৃষ্টায় তিনি আরও লেখেন-"জয়ীফ ও জাল হাদীস দ্বারা যে ক্বোনো না-হক ও বাতিল বিষয় সাব্যস্থ করা যায়। মানুষ বহু বাতিল ও ভ্রান্ত বিষয়

জয়ীফ ও জাল হাদিসের কারণে ছাড়তে পারে না। মুসলিম জাতি জয়ীফ ও জাল হাদীসের কারণে আমল-আকিদার ক্ষেত্রে এক হতে পারে না। আর এ ধরণের হাদিসের কারণে মুসলিম জাতি দলে দলে বিভক্ত হয়েছে, হচ্ছে ও হবে। (পর্যালোচনা ও চ্যালেঞ্জ: পৃষ্ঠা: ১৭)

উপরোক্ত ব্যক্তব্য থেকে প্রমাণিত হচ্ছে- (ক) যয়ীফ (দূর্বল) ও মউযু (জাল) হাদীসের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। (খ) কেবল সহীহ হাদীসের উপর আমল করলেই কোন মতভেদ থাকবে না।
আরেকজন গায়র মুকাল্লিদ আলিম আব্দুস সাত্তার কালাবগী সহীহ হাদীসের আলোকে বিশ্বনবীর নামায বইটিতে লেখেন- যারা বলেন রাসুল সা. বিভিন্ন তরীকায় নামায পড়েছেন, এটা রাসুল সা. এর উপর মিথ্যা অপবাদ। তিনি একই তরীকায় নামায পড়েছেন যেটা সহীহ হাদীস ভিত্তিক এক ও অভিন্ন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সহীহ হাদীস ভিত্তিক নামায পড়ার তাওফীক দিন। আমীন (সহীহ হাদীসের আলোকে বিশ্বনবীর নামায, পৃষ্ঠা-১৪)

কালাবগীর বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয় রাসূল (সা.) এক এবং অভিন্ন পদ্ধতিতে নামায আদায় করেছেন। অথচ লা-মাযহাবী ভিন্ন ভিন্ন আলিমরা তাদের কিতাবাদিতে রাসূল (সা.) থেকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে সালাত আদায়ের বর্ণনা এনেছেন। তাদের কোন কোন আলিম তাদের নিজস্ব উসূল অনুযায়ী এমন হাদীসকেও দুর্বল সাব্যস্ত করছেন যাকে তাদেরই ভিন্ন আরেক আলিম সহীহ সাব্যস্ত করেছেন। হাদীসের বিশুদ্ধতা যাচাইয়ে তাদের এসব মনগড়া উসূল থেকেই প্রমাণিত হয় তারা সহীহ হাদীসের নামে মুসলমানদেরক ধোকা দিচ্ছে।

আহলে হাদীস, লা-মাযহাবীরা তাদের নিজস্ব মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের উলামায়ে কিরামের লিখিত বিভিন্ন কিতাবাদিকে মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করে। ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনায় পৃথিবী বিখ্যাত কিতাব 'হেদায়া' সহ উলামায়ে কিরামের নির্ভরযোগ্য কিতাবাদিকে ভিত্তিহীন এবং উপকার গ্রহণের জন্য আযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। অথচ তাদের একজনের ফতোওয়ায় অন্য জনের লিখিত কিতাবাদিতে অসংখ্য ভুল প্রমাণিত হচ্ছে। একজন সহীহ হাদীসের আলোকে যে আমলকে সুন্নত অথবা ফরয প্রমাণিত করেছেন অন্যজন তা বিদআত সাব্যস্থ করে ফতোয়া প্রদান করেছেন। মোটকথা: তারা নিজেদের ফতোয়ায় নিজেরাই বিদআতি, পথভ্রষ্ট। আমরা এই পুস্তিকায় কেবলমাত্র নামাযের মাসআলা মাসাঈল সম্পর্কে আহলে হাদীস আলিমগণের অনুসৃত শায়খগণের লেখনীতে যে সকল পরস্পর বিরোধী ফতওয়া রয়েছে সেগুলির হুবহু উদ্ধৃতি এবং এর পাশাপাশি একজনের ফতওয়ায় অন্যজনের ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত হতে পারে তার উপর মন্তব্য উপস্থাপন করেছি। যাতে মানুষ বুঝতে পারে আহলে হাদীস লা-মাযহাবীরা কতটুকু প্রথভ্রষ্ট।

Scanned by CamScanner

নামাযে কাতারে দাঁড়ানোর পদ্ধতি সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী ফতওয়া

প্রসিদ্ধ সালাফী আলিম কাজী ইবরাহীম তাঁর 'ইকামাতুস সালাহ' বইয়ে নামাযে কাতারে দাঁড়ানোর পদ্ধতি সম্পর্কে লিখেছেন- শুধু সমানভাবে দাঁড়ালে সফ কায়েম হয়েছে বলা যাবে না। ----- বস্তুত সালাতের জামাআতে কাঁধে কাঁধে, পায়ে পায়ে সংযুক্ত হয়ে ফাঁক না রেখে দাঁড়ানো জামাআত শব্দটির অর্থের অংশ বিশেষ। যে ব্যক্তি কাঁধে কাঁধে, পায়ে পায়ে সংযোগ না রেখে ফাঁক রেখে দাঁড়াল, সে যেন একাকী সালাত পড়লো। সে যেন জামাআতের কাতারেই দাঁড়ালো না। (ইকামাতুস সালাত ১/১৮-১৯)

অথচ সৌদি আরবের প্রসিদ্ধ সালাফী আলিম জেদ্দা ফিকহ একাডেমির সাবেক প্রধান ড. বকর বিন আব্দুল্লাহ আবূ যায়েদ তাঁর ' লা জাদীদা ফি আহকামিস সালাহ বইয়ে লিখেছেন- 'এ ক্ষেত্রে নব আবিষ্কৃত পদ্ধতিটি হলো- 'স্বাভাবিকভাবে না দাঁড়িয়ে দুই পা দুই দিকে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি ছড়িয়ে দিয়ে এবং দুই পাশে মুসল্লির পায়ের সঙ্গে নিজের পা চাপাচাপি করে মিলিয়ে দাঁড়ানো।' এমনকি পায়ের গোড়ালীর সঙ্গে নিজের পায়ের গোড়ালী মিলিয়ে রাখার কসরত করা। এ পদ্ধতিটি হাদীসের বর্ণিত পদ্ধিতির বহির্ভূত হাদীসের শিক্ষার ভ্রান্ত বাস্তবায়ন'। (লা জাদীদা ফি আহকামিস সালাহ)

মন্তব্য: ড. বকর বিন আব্দুল্লাহর ফতওয়া থেকে প্রমাণিত হয় বাংলাদেশী সালাফী কাজী ইবরাহীম কাতারে দাঁড়ানোর পদ্ধতিতে একটি বিদআত প্রচলন করছেন।

কাজী ইব্রাহিম কর্তৃক প্রবর্তিত নামাযে দাঁড়ানোর পদ্ধতিতে একাত্মতা পোষণ করেছেন আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম।
(দেখুন: কালিমার মর্মকথা, পৃষ্ঠা-১৯২)

মুসল্লী নামাযে কোথায় হাত বাঁধবে এ সর্ম্পকে পরস্পর বিরোধী ফতওয়া

মুসল্লী নামাযে কোথায় হাত বাঁধবে এ প্রসঙ্গে শাইখ আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালামসহ একাধিক সালাফী আলিমের সম্পাদনায় প্রকাশিত সহীহ বুখারী ১ম খন্ড- ৩৬০ পৃষ্ঠার টীকায় শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানীর সূত্রে লেখা আছে-

'বুকের উপর হাত রাখাটাই সহীহ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত। এ ছাড়া অন্য কোথাও রাখার হাদীস হয় দুর্বল, আর না হয় ভিত্তিহীন'। (টীকা: সহীহ বুখারী ১/৩৬০, প্রকাশনা : তাওহীদ পাবলিকেশন্স)

পক্ষান্তরে সালাফীদের অন্যতম ইমাম হাফিয ইবনুল কাইয়িম বলেন- হযরত আলী (রা.) বলেন, 'সুন্নাত হলো- নামাযে এক হাত অন্য হাতের উপর নাভির নিচে রাখা। আর বুকের উপর হাত রাখা মাকরূহ কেননা নবী করীম (সা.) থেকে বর্ণিত তিনি ' তাকফীর' থেকে নিষেধ করেছেন। আর 'তাকফীর' হলো বুকের উপর হাত রাখা' (বাদায়েউল ফাওয়ায়েদ পৃষ্ঠা ৩/ ৫৯১)

মন্তব্য: সালাফীদের অন্যতম ইমাম ইবনুল কাইয়িম এর ফতোয়া অনুযায়ী আকরামুজ্জামানসহ বর্তমান সালাফীরা নামাযে হাত বাধার পদ্ধতির ক্ষেত্রে একটি মাকরূহ আমলকে সুন্নত বানানোর অপচেষ্টা করছেন। আর মাকরূহ কাজকে সুন্নত বানানো গোমরাহী। শরীআত বিকৃতির নামান্তর।

বুকের উপর হাত বাঁধার বিষয়ে আলবানীর সাথে একাত্মতা পোষন করেছেন- শহীদুল্লাহ খান মাদানী (মাসনুন সালাত ও দু'আ শিক্ষা, পৃষ্ঠা-৬৬) আসাদুল্লাহ আল গালিব (সালাতুর রাসূল (সা.) পৃষ্ঠা-৮৩) ও আব্দুর রাজ্জাক সালাফী (রাসুল (সা.) এর প্র্যাকটিক্যাল নামায, পৃষ্ঠা-১০৭)

নামাযে সানা হিসাবে 'সুবহানাকা আল্লাহুম্মা' শেষ পর্যন্ত পড়া সর্ম্পকে পরস্পর বিরোধী ফতওয়া

নামাযে সানা হিসাবে 'সুবহানাকা আল্লাহুম্মা' শেষ পর্যন্ত পড়া সম্পর্কে সালাফী আলিম আব্দুস সাত্তার কালাবগীর মত হলো- 'সুবহানাকা আল্লাহুম্মা' (শেষ পর্যন্ত) হচ্ছে হাদীসের কিতাবসমূহের মধ্যে বর্ণিত সানাগুলির মাঝে সবচেয়ে দুর্বল সূত্রে বর্ণিত ও গায়র সহীহ। [বিশ্ব নবী সা. এর নামাযই হানাফী মাযহাবের নামায বইয়ের জবাব ও সহীহ হাদীসের আলোকে বিশ্ব নবীর নামায, পৃষ্ঠা- ৪৪]

Scanned by CamScanner

পক্ষান্তরে গায়র মুকাল্লিদ আলিম নাসিরুদ্দীন আলবানী বলেন- উকাইলী বলেছেন (পৃ. ১০৩) 'এই হাদীস বিভিন্ন সূত্রে উত্তম সনদসমূহ দ্বারা বর্ণিত হয়েছে'। (সিফাতু সালাতিন নাবী পৃষ্ঠা-৭৭, শাইখ আকরামুজ্জামান কর্তৃত অনূদিত, তাওহীদ পাবলিকেশন্স কর্তৃক প্রকাশিত।)

মন্তব্য : আলবানীর বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হলো আব্দুস সাত্তার কালাবাগী একটি সহীহ বর্ণনাকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে দুর্বল প্রমাণ করে মুসলমানদের মধ্যে একটি বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টা করেছেন।

নাসিরুদ্দিন আলবানী যে সানাকে সহীহ বলেছেন- সেই সানাকে সহীহ বলেছেন আরো বহু সংখ্যক সালাফী আলিম। উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন- শহীদুল্লাহ খান মাদানী (মাসনুন সালাত ও দু'আ শিক্ষা, পৃষ্ঠা-৬৮) আব্দুল হামিদ ফাইযী (সালাতে মুবাশশির পৃষ্ঠা-১৪৮) ইকবাল কিলানী (সালাতের মাসায়েল, পৃষ্ঠা- ৮৯)

নামাযে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম সরবে পড়বে নাকি নিরবে পড়বে এ সর্ম্পকে পরস্পর বিরোধী ফতওয়া

নামাযে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম সরবে পড়বে নাকি নিরবে পড়বে এ প্রসঙ্গে সালাফী আলিম আব্দুল আজিজ নূরস্তানী লিখেন- সালাতে উচ্চস্বরে এবং নিম্নস্বরে উভয় নিয়মে বিসমিল্লাহ পড়ার হাদীস সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং উভয় নিয়মের উপর আমল করা উচিত। (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সালাত আদায়ের পদ্ধতি, পৃষ্ঠা- ২৮)

পক্ষান্তরে, শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী নবীজীর সালাতের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেন- 'অতঃপর নবীজী নীরবে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়তেন'। (সিফাতু সালাতিন নবী, পৃষ্ঠা ৮০)

আরেক জন সালাফী আলিম মুযাফফর বিন মুহসিনের বক্তব্য: তিনি বিসমিল্লাহ জোরে বলার হাদীস আনার পর লিখেন - উক্ত বর্ণনা জয়ীফ। ইমাম দারকুতনী উক্ত আছার বর্ণনা করেই তাকে যঈফ বলেছেন- কারণ এর সনদে মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বিন উবাইদ বিন উমাইর নামক জয়ীফ রাবী আছে। ইবনু মাঈন, নাসাঈ, আলী ইবনুল মাদানী প্রমুখ মুহাদ্দিস জয়ীফ বলেছেন। (জাল হাদীসের কবলে রাসূলুল্লাহ সা.-এর সালাত, পৃষ্ঠা-২৫৯)

মন্তব্য: শায়খ আলবানী এবং মুযাফফর বিন মুহসিনের বক্তব্য থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় বিসমিল্লাহ সরবে পড়ার ব্যাপারে দুর্বল সনদে বর্ণিত হাদীসের উপর আমল করার জন্য সালাফী আলিম আব্দুল আজিজ নূরস্তানী ফতোয়া প্রদান করে লা-মাযহাবীদেরকে সহীহ হাদীসের বিপরীতে আমল করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। সুতরাং তিনি পথভ্রষ্ট।

ইমাম, মুকতাদী, মুনফারিদ সকলে সূরা ফাতিহা পড়া প্রসঙ্গে পরস্পর বিরোধী ফতওয়া

ইমাম, মুকতাদী, মুনফারিদ সকলে সূরা ফাতিহা পড়া প্রসঙ্গে সালাফী আলিম মুরাদ বিন আমজাদ বলেন- আমাদের সালাতে মুকতাদীগণ ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করে না। অথচ সূরা ফাতিহা ছাড়া সালাত হয় না। (প্রচলিত ভুল বনাম রাসূলের সালাত আদায় পদ্ধতি, পৃষ্ঠা-২১)

পক্ষান্তরে আলবানী বলেন- যে ব্যক্তির ইমাম থাকবে তার ইমামের কিরাতই তার কিরাতের জন্য যথেষ্ট। এ হাদীস সরবে কিরাত বিশিষ্ট সালাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। (সিফাতু সালাতিন নবী, পৃষ্ঠা-৮৩-৮৫, অনুবাদ- সম্পাদনা : শায়খ আকরামুজ্জামান, প্রকাশনা; তাওহীদ পাবলিকেশন্স)

মন্তব্য : উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা গেল মুরাদ বিন আমজাদের ফতওয়া অনুযায়ী আলবানী এবং তার অনুসারীদের নামায হয় নাই।

মুরাদ বিন আমজাদের দৃষ্টিতে আলবানী সাহেব এবং তার অনুসারীরা যে নামায আদায় করেছেন তা গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না যা বেনামাযী হওয়ার নামান্তর। আর সালাফীদের কাছে বেনামাযী কাফির

মুরাদ বিন আমজাদের ফতওয়া অনুযায়ী আলবানী সাহেবকে কি বলা যাবে?

রুকু পেলে রাকআত পাওয়া হবে কি না? এ ব্যাপারে সালাফীদের পরস্পর বিরোধী বক্তব্য

প্রসিদ্ধ গায়র মুকাল্লিদ আলিম আব্দুস সাত্তার কালাবগী লেখেন, এমনকি কোনো ব্যক্তি যদি ইমামকে রুকুতে পায় তা হলে তার সে রাকআত হয় না। কারণ ইমামকে রুকুতে পাওয়ায় মুক্তাদীর থেকে নামাযের অভ্যন্তরীন দু'টি রোকন বা ফরয ছুটে গেছে, কিয়াম এবং কিরাত। তাই ঐ রাকআত ইমাম সালাম ফিরানোর পরে পড়ে নিতে হবে। (জুযউ বুখারী) এ ব্যাপারে আমার লেখা 'রুকু পেলে রাকআত হবে না' নামক বইটির ভিতরে আমি বিস্তারিত তুলে ধরেছি। বইটি এক নযরে দেখার অনুরোধ রইলো " (সহীহ হাদীসের আলোকে বিশ্বনবীর (সা.) নামায, পৃষ্ঠা: ৪৯)

অপরদিকে সৌদী আরবের সাবেক প্রধান মুফতি বিশিষ্ট সালাফি আলিম শায়খ আব্দুল আযিয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায লেখেন, যদি মুক্তাদি ইমামকে রুকু অবস্থায়

Scanned by CamScanner

পায় তা হলে তার সেই রাকাত হয়ে যাবে। যদিও মুক্তাদী তাসবীহ পাঠ করতে সক্ষম না হয়। কেননা, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নামাযের রুকু পেলো সে নামায পেয়ে গেল।' ইমাম মুসলিম তাঁর কিতাবে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। (ফাতওয়া মুহিম্মা, পৃষ্ঠা: ৭০)

আব্দুল্লাহ বিন বাযের মতের সাথে ঐকমত্য পোষন করেছেন, শায়খ উছাইমিন। (ফতোয়ায়ে আরকানুল ইসলাম, পৃষ্ঠা-৩৭৪)
এ বিষয়ে সালাফী এক আলিম বলছেন, নামায হবে, আরেকজন বলছেন নামায হবে না। এখন মুসল্লিগণ কোনটির উপর আমল করবেন?

রুকু থেকে উঠে নামাযী কি করবে? এ সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী ফতওয়া

রুকুর কাজ সম্পাদন করার পর মুসল্লির কর্তব্য হলো রুকু থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ানো। এখন রুকু থেকে উঠে মুসল্লি কি পুণরায় হাত বাঁধবে নাকি ছেড়ে দিবে? এই মাসআলাতেও সালাফী লা-মাজহাবী আলিমগণের মাঝে বড় ধরণের মতভেদ রয়েছে।

আরবের সালাফী নাসিরুদ্দীন আলবানীর মত হলো- মুসুল্লি রুকু থেকে উঠে পুনরায় হাত বাঁধবে না বরং দুই হাত আপন অবস্থায় ছেড়ে দেবে। বিশিষ্ট সালাফী আলিম শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী লেখেন- এ বিষয়ে আমি মোটেও সন্দিহান নই যে এই কাউমায় বুকের উপর হাত বাধা ভ্রষ্টতাপূর্ণ বিদআত। কেননা, সালাতের ব্যাপারে এতসব হাদীস থাকা সত্ত্বেও কোনো একটি হাদীসে আদৌ এর উল্লেখ আসেনি। যদি এর কোনো ভিত্তি থাকতো তবে অবশ্যই আমাদের পর্যন্ত একটি সূত্রে হলেও কোনো বর্ণনা এসে পৌছত। এ কথার সমর্থনে এও রয়েছে, সালাফীদের মধ্যে কেউই এই আমল করেননি এবং আমার জানামতে কোনো হাদীসের ইমাম তা উল্লেখও করেননি। (ছলাত সম্পাদনের পদ্ধতি, পৃষ্ঠা: ১৩০-১৩১)

বাংলাদেশের আরেকজন প্রসিদ্ধ আহলে হাদীস আলিম মুযাফফর বিন মুহসিনের মতও হলো- মুসুল্লি রুকু থেকে উঠে পুণরায় হাত বাঁধবে না, বরং ছেড়ে দেবে। তিনি লেখেন- রুকু থেকে উঠার পর অনেকে হাত কিছুক্ষণ খাড়াভাবে ধরে রাখে। উক্ত আমলের পক্ষে কোনো দলীল নেই। কেউ আবার পুনরায় বুকে হাত বাঁধে। শায়খ বিন বায এবং মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল উছাইমিন উক্ত মর্মে ফতওয়া প্রদান করেছেন। তবে তারা শাব্দিক ব্যাখা দিয়েছেন। মূলকথা পূর্ববর্তী মুহাদ্দিস

উলামায়ে কেরামের কাছে এটি পরিচিত নয়। এ জন্য শায়খ আলবানী এটাকে ভ্রষ্ট বিদআত বলেছেন। অতএব কেবল শাব্দিক ব্যাখা নয়, স্পষ্ট দলীলের দিকে ফিরে যাওয়া উচিত। (জাল হাদীসের কবলে রাসুলের নামাজ, পৃষ্ঠা: ২৬২-২৬৫)

পক্ষান্তরে শায়খ বিন বায-এর বক্তব্য: শায়খ আব্দুল আজীজ বিন আব্দুল্লাহ বিন বায লেখেন- প্রত্যেকের জন্য রুকু হতে উঠে উভয় হাতকে তার বুকের উপর রাখা সুন্নাত। যেমন রুকু করার পূর্বে দাঁড়ানো অবস্থায় (হাতকে) রেখেছিল। এ ব্যাপারে ওয়ায়েল বিন হুজর রা. এবং সাহল বিন সাদ রা. কর্তৃক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত হাদীসে প্রমাণ পাওয়া যায়। (সলাতের বিবরণ: শায়খ বিন বায, পৃষ্ঠা: ১২)
মন্তব্য : উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হলো আলবানীর মতে রুকু থেকে উঠে বুকে হাত বাধা ভ্রষ্ট বিদআত, পক্ষান্তরে আরবের শায়খ বিন বাযের মতে তা সুন্নাত। সাধারণ মুসলমানগণ কোনটি আমল করবেন: সুন্নতের উপর, নাকি বিদআতের উপর?

ইমামের কিরাতই মুক্তাদির কিরাত প্রসঙ্গে পরস্পর বিরোধী ফতওয়া

ইমামের কিরাতই মুক্তাদির কিরাত, এ মর্মে বর্ণিত হাদীসটি নিয়ে সালাফীদের মধ্যে পরস্পর বিরোধী ফতোয়া রয়েছে। আরবের প্রখ্যাত সালাফী আলিম শায়খ উছাইমিন এর মতে হাদীসটি সহীহ নয়। তিনি লিখেছেন- আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীস-

من كان له امام فقراءة الامام له قراءة - যার ইমাম রয়েছে তার ইমামের কিরাতই তার কিরাত (হিসেবে যথেষ্ট)। কিন্তু হাদীসের সনদ জয়ীফ (দুর্বল) কেননা, তা মুরসাল সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। যেমন হাফিয ইবনে কাসীর তাঁর তাফসীর গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন। আরও কয়েকটি সূত্রে হাদীসটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত হয়েছে; কিন্তু কোনোটিই সহীহ নয়। (ফতোয়া আরকানুল ইসলাম, পৃষ্ঠা: ৩৭৭)

পক্ষান্তরে শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রাহ.) তাঁর 'সিফাতু সালাতিন নবী' গ্রন্থে উক্ত হাদীসকে দলীল হিসেবে পেশ করেছেন এবং টীকার মধ্যে হাদীসটিকে সহীহও বলেছেন। তিনি লিখেছেন- ইবনু আবী শাইবাহ (১/৯৭/১), দারকুতনী ইবনে মাজাহ, ত্বাহাবী ও আহমাদ একে মুসনাদ ও মুরসালভাবে অনেক সূত্রে বর্ণনা করেছেন। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া একে শক্তিশালী বলেছেন। যেমনটি রয়েছে ইবনু আবদিল হাদীর 'আলফুরু' ২/৪৮ গ্রন্থে বুছীরী (র.) এর

Scanned by CamScanner

কোনো কোনো সূত্রকে সহীহ বলেছেন আমি মূল কিতাবে এর সূত্রগুলো জড় করেছি এবং বিস্তারিত আলোচনা করেছি অত:পর إرواء الغليل এও তাই করেছি। (৫০০) সিফাতু সালাতিন নবী, টীকা: পৃষ্ঠা: ৮৫)

এখানে গোলকধাঁধা হল যে, একজন সালাফী বলছেন, হাদীসটি জয়ীফ আর আরেকজন বলছেন সহীহ। এখন প্রশ্ন হল, সাধারণ মুসল্লীগণ কোনটির উপর আমল করবে?

সূরা ফাতেহার পর সাকতাহ আছে কি না? এ প্রসঙ্গে পরস্পর বিরোধী ফতওয়া

সূরা ফাতিহার পর সাকতাহ আছে কি না? এ প্রসঙ্গে হাফিয ইবনুল কাইয়্যিম আল জাওযী লিখেছেন, দুটি নীরব থাকা (তাকবীরে তাহরীমার পরে এবং সূরা ফাতিহার পরে) সংক্রান্ত হাদীস সামুরা বিন জুনদুব (রা.) উবাই ইবনে কা'ব (রা.) এবং ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আবু হাতিম ইবনে হিব্বান (রাহ.) তাঁর সহীহ হাদীস সংকলনে এসব হাদীস উল্লেখ করেছেন। যাঁরা দু'বার নীরব থাকার হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁদের একজন সামুরা বিন জুনদুব (রা.)। তিনি বলেন-

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামায থেকে আমি তাঁর দু'বার নীরব থাকার বিষয়টি মুখস্থ করে রেখেছি। তিনি একবার নীরব থাকতেন তাকবীরে তাহরীমার পর আর দ্বিতীয়বার গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ্দাল্লীন পড়ার পর। (যাদুল মা'আদ, ১/২১০, আল্লাহর রাসূল কিভাবে নামায পড়তেন, পৃষ্ঠা: ৩১, অনুবাদ: আব্দুশ শহীদ নাসিম)।

পক্ষান্তরে আরেকজন লা-মাযহাবী বিশিষ্ট সালাফী আলিম আব্দুল হামিদ ফায়েজি লিখেছেন, সূরা ফাতিহা পাঠের পর একটু সাকতাহ করা বা কিছু না পড়ে বিরতি নেওয়া সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস সহীহ নয়। সুতরাং অনুরূপ বিরতি এবং বিশেষ করে মুক্তাদীগণকে সূরা ফাতিহা পাঠের সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে ইমামের বিরতি অবিধেয় তথা বিদআত। (স্বলাতে মুবাশশির সা., পৃষ্ঠা: ১৫৮-১৫৯)

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হলো- হাফিয ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওযি যে হাদীসকে সহীহ সাব্যস্থ করে সুন্নাত প্রমাণ করেছেন, আরেকজন লা-মাযহাবী সালাফী আলিম হাদীসটিকে জয়ীফ প্রমাণ করে উক্ত সাকতাহকে বিদআত সাব্যস্থ করেছেন। ফায়েজি সাহেবের ফতোয়া অনুযায়ী ইবনুল কাইয়্যিম আল জাওযি বিদআতী, আর ইবনুল কাইয়্যিম আল জাওযি সাহেবের ফতোয়া অনুযায়ী আব্দুল হামিদ সাহেব সুন্নাতকে অস্বীকারকারী

সিজদায় যাওয়ার সময় রফয়ে ইয়াদাইন করা নিয়ে সালফীদের ইখতেলাফ

সিজদায় যাওয়ার সময় রফয়ে ইয়াদাইন করা নিয়ে সালফীদের ইখতেলাফ রয়েছে। হাফিয ইবনুল কায়্যিম নবীজির নামাযের বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখেন- এভাবে প্রশান্তির সঙ্গে (রুকুর পরবর্তী) কিয়াম শেষ করে রাসুলুল্লাহ সা. 'আল্লাহু আকবার' বলে সিজদায় লুটিয়ে পড়তেন। এ সময় তিনি রফয়ে ইয়াদাইন করতেন না; তবে কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে যে তিনি এ সময়ও রফয়ে ইয়াদাইন করতেন। ইবনে হাযম (রাহ.) প্রমুখ এ বর্ণনাকে সহীহ বলেছেন। আসলে এটা একটা অনুমান ভিত্তিক বক্তব্য। মূলত: রাসুলুল্লাহ সা. সিজদায় যাওয়ার সময় রফয়ে ইয়াদাইন করতেন না। রাবির (হাদীস বর্ণনাকারীর) ভুলের কারণে তিনি এ সময় রফে ইয়াদাইন করতেন বলে ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। আল্লাহই ভালো জানেন। (আল্লাহর রাসুল কিভাবে নামায পড়তেন, পৃষ্ঠা: ৪৩)

পক্ষান্তরে আরবের প্রসিদ্ধ সালাফী আলিম নাসিরুদ্দীন আলবানী বলেন- তিনি (নবীজি) কখনো সিজদাহ করা কালেও হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন। শায়খ আলবানী তাঁর এই বক্তব্যের উপর টীকার মধ্যে লেখেন- নাসাঈ, দারাকুতনী, মুখাল্লিস 'আল ফাওয়াইদ' গ্রন্থে (১/২/২) দুটি বিশুদ্ধ সনদে। এস্থলে হস্ত উত্তোলন দশজন সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে এবং এর পক্ষে সালাফীদের একদল রয়েছেন। যাদের মধ্যে রয়েছেন ইবনে উমর, ইবনে আব্বাস, হাসান বসরী, তাউস ও তার পুত্র আব্দুল্লাহ, নাফি' মাওলা ইবনে উমর ও তাঁর পুত্র সালিম, কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ, আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার, আতা প্রমুখ। আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী বলেছেন, এটা সুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত এবং এর উপর ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল আমল করেছেন এবং এটি ইমাম মালিক ও শাফিঈর একটি মতও বটে। (সিফাতু সালাতিন নবী এর অনুবাদ ছলাত সম্পাদনের পদ্ধতি, পৃষ্ঠা: ১৪৮, অনুবাদ: আকরামুজ্জামান, প্রকাশনায়: তাওহীদ পাবলিকেশন্স)

মন্তব্য: হাফিয ইবনুল কাইয়্যিমের মতে সিজদায় যাওয়ার সময় রফয়ে ইয়াদাইন সংক্রান্ত হাদীস রাবীর ভুল, সুতরাং এর উপর আমল করা যাবে না। আবার আলবানীর দৃষ্টিতে উক্ত হাদীস মুতাওয়াতির পর্যায়ের। তাই তার মতে সিজদায় যাওয়া কালে রফয়ে ইয়াদাইন সুন্নত/ফরয।

Scanned by CamScanner

দুই সিজদার মধ্যখানে রফয়ে ইয়াদাইন সর্ম্পকে পরস্পর বিরোধী ফতওয়া

দুই সিজদার মধ্যখানে রফয়ে ইয়াদাইন সম্পর্কে গায়র মুকাল্লিদ আলেমদের অতি শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব হাফিজ ইবনুল কায়্যিম এর মত হলো- প্রথম সিজদাহ থেকে উঠার সময় কোনো রাফয়ে ইয়াদাইন নেই। তিনি আল্লাহর রাসুলের সালাতের বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখেন- ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه مكبرا غير رافع يديه و يرفع من السجود رأسه قبل يديه - অর্থ- অত:পর তিনি (নবীজি) আল্লাহু আকবার বলে সিজদাহ থেকে মাথা উঠাতেন। এসময় তিনি রাফয়ে ইয়াদাইন করতেন না। সিজদাহ থকে উঠার সময় তিনি হাতের আগে মাথা উঠাতেন। (যাদুল মাআদ, ১/২৩০, আল্লাহর রাসুল কিভাবে নামায পড়তেন, পৃষ্ঠা: ৫৪, অনুবাদ : আব্দুশ শহীদ নাসিম)

পক্ষান্তরে শায়খ নাসিরউদ্দীন আলবানীর মত হলো: প্রথম সিজদাহ থেকে উঠে বসার সময় রফয়ে ইয়াদাইন সুন্নত।
এ প্রসঙ্গে শায়খ আলবানী লেখেন- অত:পর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 'আল্লাহু আকবার' বলে সিজদাহ থেকে মাথা উঠাতেন। এ বিষয়ে সালাতে ক্রটি কারীকে নির্দেশ দিয়ে বলেন: 'কোনো ব্যক্তির সালাত ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ হবে না যতক্ষণ না এভাবে সিজদাহ করবে যে তাঁর দেহের প্রত্যেকটি জয়েন্ট সুস্থির ভাবে অবস্থান নেয়। অত:পর আল্লাহু আকবার বলে স্বীয় মস্তক উত্তোলন করবে এবং সোজা হয়ে বসবে। তিনি কখনও এই তাকবীরের সঙ্গে হস্ত উত্তোলন করতেন'। (ছলাত সম্পাদনের পদ্ধতি, পৃষ্ঠা: ১৪৮)

'উপরের আলোচনায় আমরা লক্ষ করলাম, হাফিজ ইবনুল কায়্যিম নবীজির সালাতের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন যে তিনি প্রথম সিজদাহ থেকে উঠার সময় রাফয়ে ইয়াদাইন করতেন না। আবার শায়খ আলবানী বলছেন, আল্লাহর রাসুল কখনো কখনো সিজদাহ থেকে উঠার সময়ে রাফয়ে ইয়াদাইন করতেন।

রফয়ে ইয়াদাইন সংক্রান্ত মাসআলায় সালাফীরা অতিরিক্ত বাড়াবাড়ী করেন। অথচ হাদীসে আছে রাসূল (সা.) তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া রুকু, সিজদাসহ বিভিন্ন স্থানে রফয়ে ইয়াদাইন করেছেন। কিন্তু পরবর্তীতে আর করেননি। সালাফীরা এ সূক্ষ্ম মাসআলা তাদের জ্ঞানের অভাবেই বুঝতে ভুল করছেন, যার কারণে তাদের মধ্যে এ মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে।

সিজদাহ থেকে উঠার সময় কীসের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াবে-হাত নাকি হাঁটু এ ব্যাপারে পরস্পর বিরোধী ফতওয়া

শায়খ আলবানী নবীজির নামাযের পদ্ধতি বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেন: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয় রাকআতে উঠার সময় মাটিতে ভর করে উঠতেন। তিনি সালাতের ভিতর (বসা থেকে) দাঁড়ানোর সময় আটা মন্থনের মত করে দু'হাতের উপর ভর দিতেন। (ছলাত সম্পাদনের পদ্ধতি, পৃষ্ঠা: ১৫৪) আরেকজন গায়র মুকাল্লিদ মুরাদ বিন আমজাদ লেখেন- উল্লেখ্য যে সিজদাহর পরে দাঁড়ানোর সময় হাতের উপর ভর না দিয়ে দুই হাঁটুতে হাত রেখে দাঁড়ানোর হাদীসগুলোও জয়ীফ। (প্রচলিত ভুল বনাম রাসুলুল্লাহ (সা.) এর সালাত আদায়ের পদ্ধতি, পৃষ্ঠা: ৬৪)

পক্ষান্তরে, ইমাম ইবনুল কায়্যিম এর মত হলো মুসল্লি সিজদাহ থেকে উঠার সময় হাঁটুর উপর ভর করে দাঁড়াবে।
ইবনুল কায়্যিম লেখেন- রাসুলুল্লাহ (সা.) দ্বিতীয় সিজদাহ শেষ করে আল্লাহু আকবার বলে উঠে দাঁড়াতেন। দাঁড়ানোর সময় তিনি দুই হাত, দুই পা ও হাঁটু ধরে উরুর উপর ভর করে দাঁড়াতেন। তাঁর এ আমল বর্ণিত হয়েছে ওয়ায়েল ইবনে হুজর এবং আবু হুরায়রা রা. থেকে। তিনি হাত দিয়ে যমীনে ভর দিয়ে দাঁড়াতেন না। (আল্লাহর রাসুল কিভাবে নামায পড়তেন, পৃষ্ঠা: ৫৬, অনুবাদ: আব্দুশ শহীদ নাসিম)
মন্তব্য: উভয় সালাফী আলিম যখন সহীহ হাদীসের উপর ভিত্তি করে ফতওয়া প্রদান করেছেন মুসল্লিগণ কার ফতওয়া মানবেন।
সালাফীদের জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে হাদীস ও সুন্নতের পার্থক্য বোধগম্য না হওয়ায় কোন হাদীস আমল যোগ্য আর কোন হাদীস আমলযোগ্য নয় সে বিষয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে যান। যে কারণে একই মাসআলায় তাদের এক আলিম একরকম পদ্ধতি বর্ণনা করলে অন্য আলিম ভিন্ন আরেক পদ্ধতি বর্ণনা করেন। সিজদাহ থেকে উঠার সময় কিসের উপর ভর দিয়ে উঠবেন, এ মাসআলায়ও তাদের হাদীস ও সুন্নতের পার্থক্যের জ্ঞানের স্বল্পতা প্রকাশ পায়। যেহেতু তারা সুন্নাহ ছেড়ে হাদীসের উপর আমল করেন। সুতরাং তাদের উচিত হবে এক এক সময়ে এক এক হাদীসের উপর আমল করা।

Scanned by CamScanner

তাশাহুদের দুআয় কি মুসল্লি " السلام عليك أيها النبي " পড়বে নাকি " السلام على النبي " পড়বে?

তাশাহুদের দুআয় কি মুসল্লি " السلام عليك أيها النبي " পড়বে নাকি السلام " على النبي " পড়বে? এই বিষয়েও সালাফী আলিমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

প্রবীণ গায়র মুকাল্লিদ আলিম আব্দুস সাত্তার কালাবণী-এর মত হলো- নবীজীর ইন্তেকালের পরে বর্তমানে " السلام على النبي " পড়াটাই উত্তম তিনি লেখেন- তাশাহুদে " السلام عليك أيها النبي " এর স্থলে " السلام على النبي " পড়া উত্তম কারণ রাসুল (স.) এর ইন্তেকালের পর সাহাবীগণ আসসালামু আলান্নাবী পড়তেন। (বুখারী) (সহীহ হাদীসের আলোকে বিশ্বনবীর নামায (স.) পৃষ্ঠা: ৭৪)

পক্ষান্তরে শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল উছাইমীন লেখেন- সহীহ বুখারীতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে তাঁরা রাসুলের ওফাতের পর " السلام على النبي " পড়তেন এটা তাঁর নিজস্ব ইজতেহাদের অন্তর্ভুক্ত তাঁর এই মতের সঙ্গে তাঁর থেকেও বড় জ্ঞানী হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) দ্বিমত পোষণ করেছেন। কেননা, তিনি মিম্বরে লোকদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিয়েছেন এবং তাশাহুদে " السلام عليك أيها النبي " পড়েছেন ইমাম মালিক (রাহ.) সহীহ সনদে তা নকল করেছেন আর সাহাবায়ে কিরাম (রা:) তাঁর এই আমলকে সমর্থন করেছেন তাছাড়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতেন একদিন তিনি মৃত্যুবরণ করবেন কিন্তু তিনি একথা বলে যাননি যে তোমরা আমার মৃত্যুর পরে " السلام على النبي " পড়বে। সুতরাং এই মাসআলায় হযরত ইবনে মাসউদ (রা:) এর ইজতেহাদের উপর নির্ভর করা যাবে না। এবং তাশাহুদে " السلام عليك أيها النبي " পড়তে হবে। (আশ-শারহুল মুমতি, ৩/১৫০-১৫১)

এখানে যে বিষয়টা লক্ষণীয় তা হলো অনেক গায়র মুকাল্লিদকে দেখা যায় তারা সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হাদীসগুলোকে নি:শর্তভাবে অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের বর্ণিত হাদীসগুলোর উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকেন, অথচ কোনো হাদীসের অগ্রগণ্যতা কেবল সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হওয়ার উপর নির্ভর করে না। কেননা, অগ্রগণ্যতার আরও অনেক দিক ও কারণ থাকে সেগুলোকেও বিবেচনায় আনতে হয় গায়র মুকাল্লিদ আলিমদের প্রতি অনুরোধ থাকবে তাঁরা যেন উপরে আলোচিত শায়খ উছাইমীনের কর্মপদ্ধতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন

সিজদাহ থেকে দাঁড়ানোর সময় মুসল্লি জালসায়ে ইসতেরাহাত করবে কি না? এ সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী ফতওয়া

সিজদাহ থেকে দাঁড়ানোর সময় মুসল্লি জালসায়ে ইসতেরাহাত করবে কি না- এ প্রসঙ্গে আহলে হাদীস আলিমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে :

শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী নবীজির সালাতের বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয় সিজদাহ থেকে সোজা হয়ে বাম পায়ের উপর বসতেন এবং প্রত্যেক হাড় স্ব স্ব স্থানে ফিরে আসা পর্যন্ত বিরাম নিতেন। (সালাত সম্পাদনের পদ্ধতি, পৃষ্ঠা: ১৫৩)

বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ আহলে হাদীস আলিম ড. আসাদুল্লাহ আল গালিব লেখেন- ২য় ও ৪র্থ রাকআতে দাঁড়াবার প্রাক্কালে সিজদাহ থেকে উঠে সামান্য সময়ের জন্য স্থির হয়ে বসা সুন্নাত। একে জলসায়ে ইস্তেরাহাত বা স্বস্তির বৈঠক বলে। (ছলাতুর রাসুল, পৃষ্ঠা: ১১৪)

আরেকজন গায়র মুকাল্লিদ মুরাদ বিন আমজাদ বলেন-

প্রচলিত সালাতের প্রথম ও তৃতীয় রাকআতে অর্থাৎ বেজোড় রাকআতে সিজদাহ হতে উঠে না বসে সোজা দাঁড়িয়ে যাওয়া হয়। এটা সুন্নাত বিরোধী। (প্রচলিত ভুল বনাম রাসুলুল্লাহ (সা.) এর সলাত আদায়ের পদ্ধতি, পৃষ্ঠা: ২৩)

পক্ষান্তরে, ইমাম ইবনুল কায়্যিম লেখেন- মালিক ইবনে হুয়াইরিস বর্ণনা করেছেন রাসুলুল্লাহ সা. দ্বিতীয় সিজদাহ থেকে উঠে দাঁড়ানোর আগে কিছুক্ষণ সোজা হয়ে না বসে দাঁড়াতেন না। এই জলসাকে বিশ্রামের জলসা বলা হয়। তবে এই বিশ্রামের বসা নিয়ে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে এই বসাটা কি সুন্নাত? প্রত্যেকের জন্যই কি তা অনুকরণীয়? নাকি তিনি কোনো অসুবিধার কারণে এমনটি করেছিলেন?

অন্যদিকে বিপুল সংখ্যক সাহাবী রাসুলুল্লাহ (সা.) এর নামাযের বৈশিষ্ট্য ও পদ্ধতি সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করেছেন। এই বৈঠকটি সম্পর্কে শুধুমাত্র আবু হুমাইদ এবং মালিক ইবনে হুয়াইরিস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) যদি নিয়মিত ও স্থায়ীভাবে এই আমলটি করতেন তবে তাঁর নামাযের বৈশিষ্ট্য ও পদ্ধতি বর্ণনাকারী বিপুল সংখ্যক সাহাবী অবশ্যই তা উল্লেখ করতেন। একবার তিনি এ কাজটি করেছেন বলেই সেটা নামাযের সুন্নত বলে প্রমাণিত হয় না। (আল্লাহর রাসুল কিভাবে নামায পড়তেন? পৃষ্ঠা: ৫৬-৫৭, অনুবাদ: আব্দুশ শহীদ নাসিম)

Scanned by CamScanner

উপরোক্ত উক্তি সমুহের সারমর্ম হল, শায়খ আলবানী, আসাদুল্লাহ গালিব ও মুরাদ বিন আমজাদের মতে সিজদাহ থেকে উঠে দাঁড়ানোর সময় মুসল্লির জন্য জালসায়ে ইস্তেরাহাত করা সুন্নাত। অপরদিকে ইমাম ইবনুল কায়্যিমের মতে এটা সুন্নাত নয় এবং জালসায়ে ইস্তেরাহাত করা যাবে না।

ইমাম ইবনুল কাইয়িমের দৃষ্টিতে আলবানী, আসাদুল্লাহ গালিব, মুরাদ বিন আমজাদ সুন্নত নয় এমন একটি আমলকে সুন্নত বানানোর চেষ্টা করছেন; যা গোমরাহীর দিকে আহবান করার নামান্তর।

সহীহ হাদীসের সঠিক অর্থ ও মর্ম অনুধাবনে সালাফীদের পরস্পর বিরোধী ফতওয়া

আহলে হাদীস সালাফীরা তাদের জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে বলে থাকেন ' সহীহ হাদীস মেনে নিলেই সকল মতভেদ দূর হয়ে যাবে। অথচ আমরা ইতোমধ্যে অনেক উদাহরণ পেশ করেছি যা থেকে প্রমাণিত হয় সালাফীদের মধ্যেই সহীহ হাদীসের আমল নিয়ে অনেক ইখতেলাফ হয়েছে। নিচে আমরা আরেকটি উদাহরণ তুলে ধরছি

হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি এমন নামায পড়ল, যেখানে সে সূরা ফাতিহা পাঠ করেনি তবে তার নামায অসম্পূর্ণ, অসম্পুর্ণ, অসম্পুর্ণ তখন আবূ হুরাইরাকে (রা.) জিজ্ঞেস করা হলো আমরা যখন ইমামের পিছনে থাকি তখন কীভাবে কিরআত পাঠ করব? তিনি বলেন, ' اقرابها في نفسك অর্থাৎ তুমি তা মনে মনে পড়' (সহীহ মুসলিম, ৩৯৫)

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বিশিষ্ট সালাফী আলিম আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম লিখেন- আমাদের এ ব্যাখ্যার স্বপক্ষে একই রাবীর অর্থাৎ আবু হুরাইরার বর্ণিত হাদীস রয়েছে যা মুসলিম ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। আবূ হুরাইরাকে তার কোনো শিষ্য জিজ্ঞেস করেছিল ইমামের কিরাআতকালে আমি কিভাবে সূরাহ ফাতিহা পাঠ করব। তিনি বলেন 'اقرابها في نفسك মনে মনে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। অতঃপর গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে ইমামের সরবে কিরাআতকালে মুক্তাদীর পাঠ না করে চুপ থেকে শুনার নির্দেশ ও সূরা ফাতিহা পাঠ ছাড়া সালাত হয় না এর মাঝে কোন দ্বন্দ্ব নেই; বরং দু'হাদীসের মর্ম একই। কারণ একাগ্রতার সঙ্গে চুপ থেকে শুনলেই মনে মনে পড়া হয়ে যায়। (টীকা : সালাত সম্পাদনের পদ্ধতি, ৮৪)

আকরামুজ্জামানের সিদ্ধান্ত হলো- চুপ থেকে শুনলেই মনে মনে পড়া হয়ে যায়। মনে মনে পড়ার জন্য মুক্তাদীর জিহ্বা নাড়িয়ে পড়া জরুরি নয়। বরং ইমামের কিরাআত একাগ্রতার সঙ্গে চুপ থেকে শুনলেই মনে মনে পড়া হয়ে যাবে।

প্রক্ষান্তরে, শায়খ শহীদুল্লাহ খান মাদানী এবং আহসান উল্লাহ বিন সানাউল্লাহর মতে আবূ হুরায়রা (রা.)- এর বক্তব্য 'তুমি তা মনে মনে পড়' এর অর্থ হলো - জিহ্বা নাড়িয়ে অনুচ্চস্বরে পড়।

আহসান উল্লাহ বিন সানাউল্লাহ'র বক্তব্য- 'আল্লামা আলবানী একাডেমী' থেকে সহীহ বুখারীর যে মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে, তাতে টীকা সংযোজনের কাজ করেছেন সালাফী আলিম আহসানুল্লাহ বিন সানাউল্লাহ। সম্পাদনা করেছেন প্রসিদ্ধ সালাফী আলেম শায়খ শহীদুল্লাহ খান মাদানী। উক্ত সহীহ বুখারী ৫৬৮ নং পৃষ্ঠায় টীকার মধ্যে লেখা আছে-

মনে মনে পাঠ করার সঠিক ব্যাখ্যা জানতে চাই। কেননা, কতিপয় লোক বলেন, এর অর্থ হচ্ছে অন্তরে চিন্তা করা, জিহ্বা দ্বারা পাঠ করা নয়। সমাধান : কথাটি সঠিক নয়। বরং আবু হুরায়রা (রা.) বুঝিয়েছেন জিহ্বা দ্বারা আস্তে আস্তে নিঃশব্দে পড়া। আর এটাই সঠিক। মনে মনে চিন্তা করার সঙ্গে জিহ্বার কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু মনে মনে বা চুপি চুপি পাঠ করার সঙ্গে জিহ্বার সম্পর্ক আছে। হিদায়া ১/৯৮ গ্রন্থে রয়েছে : কিরাআত হচ্ছে জিহ্বার কাজ। আর আবূ হুরায়রা (রা.) কিন্তু এখানে মনে মনে কিরাআত তথা পড়তে বলেছেন, চিন্তা বা ধ্যান করতে বলেননি। সেজন্যই এর অর্থ : اقرابها في نفسك এর অর্থ হচ্ছে জিহ্বা দ্বারা আস্তে আস্তে পড়া, উচ্চস্বরে না পড়া। (কিতাবুল কিরাআত, পৃষ্ঠা ১৭)

উপরোল্লিখিত হাদীসের মর্ম অনুধাবনে সালাফী দুই আলিমের বক্তব্যের আলোকে আমাদের প্রশ্ন হলো- উভয়েই মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সনদ লাভ করেছেন। অতঃপর দেশে ফিরে মানুষকে সহীহ হাদীস অনুসারে আমল করার আহ্বান জানিয়ে আসছেন। মানুষও তাদের বক্তব্য থেকে বুঝেছেন সহীহ হাদীস মানলে আর কোন মতভিন্নতা থাকবে না। তা হলে সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হাদীসের শরণাপন্ন হওয়ার পরও কেন হাদীসের মর্ম নির্ধারণে তাদের মাঝে মতভেদ হয়ে গেল ?

আকরামুজ্জামানের সিদ্ধান্ত থেকে আরেকটি বিষয় স্পষ্ট হয় যে আহসানুল্লাহ ও শহীদুল্লাহ খান মাদানী এবং তাদের অনুসারীদের নামায শুদ্ধ হচ্ছে না; যা বেনামাযী হওয়ার নামান্তর। আর বেনামাযীদের ব্যাপারে সালাফীদের ফতওয়া হলো এটা কুফরী। সুতরাং এ ফতোয়া সালাফীদের উভয় গ্রুপ এবং তাদের অনুসারীদের জন্যই প্রযোজ্য।

Scanned by CamScanner

ইমামের সাকতার সময় ফাতিহা পড়া নিয়ে পরস্পর বিরোধী ফতওয়া

নামাযে ইমামের সাকতার সময় কিরাত পাঠ করা সম্পর্কেও সালাফীদের মতভেদ রয়েছে। এমনকি এই মাসআলায় সালাফী দুই আলিম নাসিরুদ্দীন আলবানীর সূত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন সিদ্ধান্ত উল্লেখ করেছেন। ইমামের সাকতার সময় কিরআত পাঠ প্রসঙ্গে সালাফী আলিম শহীদুল্লাহ খান মাদানী বলেন- ইমামের সাকতার সময় মুক্তাদি সূরা ফাতিহা পাঠ করা জায়িয আছে। দেখুন: আল্লামা আলবানী একাডেমী থেকে প্রকাশিত সহীহ বুখারী : টীকা, ১/৫৬৯)

প্রক্ষান্তরে বাংলাদেশী আরেক সালফী আলিম মুযাফ্‌ফর বিন মুহসিন ও আব্দুল হামিদ ফাইজী ইমামের সাকতার সময় মুকতাদীর ফাতিহা পড়াকে বিদআত বলেন।

মুযাফ্‌ফর বিন মুহসিন বলেন- অতএব জেহরী সালাতে ইমামে পিছনে নীরবে সূরা ফাতিহা পাঠ করার জন্য সাকতা করার কোন সহীহ দীলল নেই। বরং পূর্বের আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে ইমামের সঙ্গে চুপে চুপে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। --- কিন্তু সাকতা নিয়ে বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়। কারণ ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ শায়খ আলবানীসহ প্রমুখ বিদ্বান একে বিদআত গণ্য করেছেন। অতঃপর লেখক টীকার মধ্যে শায়খ আলবানীর কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে তার আরবী বক্তব্যটি তুলে ধরেন। ('তামামুল মিন্নাহ পৃষ্ঠা ১৮৭, দ্র : সিলসিলা জয়ীফাহ হা/ ৫৪৭ এর আলোচনা।)

لم ينقل احد من الصحابة أنهم كانوا فى السكتة الثانية يقرأون الفاتحة مع ان ذلك لو كان شرعا لكان الصحابة احق الناس بعلمه فعلم أنه بدعة

(জাল হাদীসের কবলে রাসূলুল্লাহ (সা.)- এর ছালাত, পৃষ্ঠা ২৪২)

আরেকজন সালাফী আলিম আব্দুল হামীদ ফাইযী সাকতার সময় সূরা ফাতিহা পাঠকে বিদআত বলে টীকার মধ্যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। (সিলিসিলা জয়ীফাহ আলাবানী ২/২৮ (স্বলাতে মুবাশশির সা., পৃষ্ঠা: ১৫৯)

মুযাফফর বিন মুহসিন ও আব্দুল হামিদ ফাইযীর সিদ্ধান্ত থেকে প্রমাণিত হয় সালাফী আলিম শহীদুল্লাহ খান মাদানী এবং তার অনুসারীরা পথভ্রষ্ট, বিদআতী।

সালাফীরা কি সত্যিই সহীহ হাদীসের উপর আমল করেন

আহলে হাদীস লা-মাযহাবী সালাফীরা দাবী করেন সহীহ হাদীস দ্বারা কোন আমল প্রমাণিত হলেই তারা ইহার উপর আমল করেন। মুসলিম শরীফে ইমাম মুসলিম (র.) একটি অধ্যায় এনেছেন'باب الوضوء مما مست النار' আগুনে পাকানো কোন কিছু ভক্ষণ করলে উযূ করা প্রসঙ্গে- অধ্যায়ে উল্লেখিত হাদিসগুলোর মধ্যে যে হাদীসগুলো আগুনে পাকানো কোন কিছু খেলে উযূ লাগবে বুঝায় সে হাদীসগুলোর ওপর আহলে হাদীসগণ অবশ্যই আমল করে থাকবেন।

সহীহ হাদীসের উপর আমলের দাবীদার আহলে হাদীস সালাফী, লা-মাযহাবীদের নিকট প্রশ্ন হল- আগুনে পাকানো জিনিস তথা চা, গরম পানি, ভাত-তরকারী, রুটি, খুরমা, পোলাও, গোশত, মাছসহ আগুনে পাকানো জিনিস খাওয়ার পর কি উযূ করে থাকেন ? আগুনে পাকানো জিনিস খেয়ে উযূ করা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হওয়ার পরও কেন উযূ করেন না। তাছাড়া আগুনে পাকানো জিনিস খেয়ে উযূ না করে যারা নামায পড়ছেন অথবা পড়াচ্ছেন তাদের নামাযও শুদ্ধ হবেনা কেননা সহীহ হাদীস মুতাবিক তাদের উযূ আবশ্যক।

আহলে হাদীস-সালাফীদের জয়ীফ (দুর্বল) হাদীস বর্জনের প্রবণতা

আহলে হাদীস-সালাফীদের বই পুস্তক অধ্যয়ন ও বক্তব্য নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, তারা জাল ও জয়ীফ হাদীসকে এক করে ফেলেন এবং জাল ও জয়ীফ হাদীসকে এক পাল্লায় ওজন করেন। তারা বলতে চান যে, জাল ও জয়ীফ হাদীস সমূহ বাদ দিলেই মাযহাবী ইখতেলাফ দূর হয়ে যাবে। জাল হাদীস বর্জন করতে হবে এ কথা কোন আলিমই অস্বীকার করেন না। কিন্তু জয়ীফ হাদীস বর্জন করার ক্ষেত্রে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিটি অবশ্যই আপত্তিকর (সন্দেহজনক) জয়ীফ হাদিসের বিরুদ্ধে তাদের অপপ্রচারে সাধারণ মুসলিমগণ বিভ্রান্ত হচ্ছে।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, ইলমে হাদীসের স্বর্ণযুগের হাদীস প্রণেতা ইমামগণ সবাই কোন না কোন ক্ষেত্রে দলিল হিসেবে জয়ীফ হাদীস বর্ণনা করেছেন। জয়ীফ হাদীস যদি দলিল গ্রহণ ও আমলের অযোগ্য হতো তবে হাদীসের মহান ইমামগণ জয়ীফ হাদীস বর্ণনা করতেন না এবং তাদের কিতাবেও উল্লেখ করতেন না।

জয়ীফ হাদীস বর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সালাফী ও আহলে হাদীসদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলিম শাইখ আকরামুজ্জামান বিন আব্দস সালাম 'পর্যালোচনা ও চ্যালেঞ্জ' বই-এ লেখেন- অনেক মাসআলা ও বিষয়ের ক্ষেত্রে মাযহাবী ভিন্নতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দুর্বল

Scanned by CamScanner

অথবা জাল হাদিসের উপর ভিত্তি করে। এ ক্ষেত্রে সহীহ হাদীস মেনে নিলেই ভিন্নতা দূর হয়ে যায়। এমনকি মাযহাবের অনেক এমন বিষয় আছে যা সরাসরি কুরআন ও সহীহ হাদীস বিরোধী (পর্যালোচনা ও চ্যালেঞ্জ, ৭-৮) উক্ত বইয়ের ১৭ পৃষ্ঠায় তিনি আরও লেখেন- জয়ীফ ও জাল হাদীস দ্বারা যে কোন না হক ও বাতিল সাব্যস্ত করা যায়। মানুষ বহু বাতিল ও ভ্রান্ত বিষয় জয়ীফ ও জাল হাদিসের কারণে ছাড়তে পারে না। মুসলিম জাতি জয়ীফ ও জাল হাদিসের কারণে আমল-আকীদার ক্ষেত্রে এক হতে পারে না। আর এ ধরণের হাদিসের কারণে-মুসলিম জাতি দলে দলে বিভক্ত হয়েছে, হচ্ছে ও হবে। (পর্যালোচনা ও চ্যালেঞ্জ, ১৭)

হাদীস সম্পর্কে স্বল্প-বিস্তর জ্ঞান রাখেন এমন সকলেই ইমাম বুখারী (র.) এবং তার মর্যাদা সম্পর্কে অবগত। ইমাম বুখারী (র.) তার 'আদাবুল মুফরাদ' কিতাবে সালাফীদের বিচার বিশ্লেষন অনুযায়ী অসংখ্য জয়ীফ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এমনকি কোন কোন অধ্যায়ে মাত্র একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যার সনদ সালাফীদের মতে জয়ীফ। জয়ীফ হাদীস বর্ণনা করা এবং এর বর্ণনাকারী যদি পরিত্যাজ্য হন তাহলে ইমাম বুখারী (র.) ও তার উক্ত কিতাব বর্জণীয় হওয়ার কথা। তাছাড়া যদি জয়ীফ হাদীস বর্ণনা করা দূষণীয় হতো তাহলে সহীহ হাদীস বর্ণনা করে যিনি পৃথিবীতে এত প্রসিদ্ধি লাভ করলেন, তিনি কেন জয়ীফ হাদীস বর্ণনা করে নিজের মর্যাদা ক্ষুন্ন করবেন? নাকি আহলে হাদীসরা ইমাম বুখারী (রহ.)'র চেয়েও বেশি হাদীস সমূহ কাঁটছাঁট করে ইলমে হাদীসের নব্যরূপ দান করবেন।

আহলে হাদীসদের অন্যতম ইমাম শায়খ আলবানী ইমাম বুখারী (রহ.) রচিত 'আদাবুল মুফরাদ' কিতাবের অসংখ্য হাদীসকে জয়ীফ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। নিচে আলবানীর তাহকীককৃত 'আদাবুল মুফরাদ' থেকে কিছু জয়ীফ হাদীসের নম্বর দেওয়া হল:

৭, ২২, ৩৫, ৪০, ৪২, ৪৩, ৪৫, ৪৭, ৫১, ৬২, ৬৩, ৭৩, ৮০, ৮১, ৮৩, ৯১, ১১০, ১২০, ১৩৮, ১৩৯, ১৪১, ১৫২, ১৫৬, ১৬১, ১৬৫, ১৮৪, ১৯০, ২০৮, ২৩৫, ২৪৯, ২৬১, ২৬৩, ২৬৮, ২৮৩, ২৯০, ৩০৮, ৩০৯, ৩১০, ৩১৬, ৩২০, ৩২৮, ৩২৯, ৩৪২, ৩৪৩, ৩৮৩, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৬, ৪১৪, ৪৩৫, ৪৩৭, ৪৫৩, ৪৬৮, ৪৭১, ৪৭৪, ৪৭৪, ৪৮০, ৪৮২, ৪৮৪, ৪৯১, ৪৯৬, ৫২৭, ৫২৯, ৫৩০, ৫৩২, ৫৩৩, ৫৪৬, ৫৫১, ৫৬০, ৫৬৫, ৫৬৬, ৫৬৭, ৫৭৩, ৫৮১, ৫৮২, ৫৮৭, ৬০৫, ৬০৯, ৬১৪, ৬২২, ৬২৮, ৬৩৬, ৬৪০, ৬৪১, ৬৫২, ৬৬৮, ৬৭০, ৬৭৯, ৭০৯, ৭১৩, ৭২১, ৭২৫, ৭২৮, ৭৫৪, ৭৫৭, ৭৬৫, ৭৭১, ৭৮২, ৭৮৮, ৭৯১, ৭৯৪, ৭৯৮, ৮০২, ৮১২, ৮১৯, ৮২২, ৮২৪, ৮২৮, ৮৭৩, ৮৮১, ৮৮৭, ৮৮৮, ৮৯৩, ৯০৪, ৯১২, ৯২২, ৯৩৬, ৯৬৪, ৯৬৯, ৯৭২, ৯৭৪, ৯৭৫, ৯৭৬, ১০০৩, ১০১৫, ১০১৬, ১০১৮, ১০২৭, ১০৩০, ১০৬১, ১০৬৪, ১০৮২, ১০৯২, ১০৯৮, ১১২৮, ১১৩৫, ১১৪৬, ১১৭২, ১১৯০, ১১৯৮, ১২২৩।

ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর 'আদাবুল মুফরাদ' কিতাবে এমন অনেক পরিচ্ছেদ সংযুক্ত করেছেন যার অধীনে কেবল একটি হাদীস এনেছেন। কিন্তু ভেবে দেখার বিষয় হল, সেই পরিচ্ছেদসমূহে উল্লেখিত একটি মাত্র হাদীসকে শায়খ আলবানী জয়ীফ বলেছেন। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হল।

৭, ২২, ৩১, ৪২, ৬৩, ৮৩, ৯৪, ১৪১, ১৬৫, ৩২০, ৩৪২, ৩৯৩, ৩৯৬, ৪৮১, ৫২৯, ৫৩০, ৫৫৬, ৭২১, ৭৬৫, ৭৭১, ৭৮১, ৭৮৪, ৮১২, ৮১৯, ৮২৪, ৮৯৩, ৯১২, ১২৯১, ১২৯৫।

সালাফীদের নিকট যেহেতু জয়ীফ হাদীস পরিত্যাজ্য সেহেতু তাদের দৃষ্টিতে ইমাম বুখারী বর্ণিত উক্ত অধ্যায় সমূহও পরিত্যাজ্য।

সালাফী ও আহলে হাদীসগণের ইমাম নাসিরুদ্দীন আলবানীর তাহকীককৃত "আদাবুল মুফরাদ" এর কভার পৃষ্ঠার ছাপ-

ইমাম বুখারী (র.) কি পরিত্যাজ্য হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন ?

লা মাজহাবী সালাফীরা নামাযের তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া অন্য স্থানে রফয়ে ইয়াদাইনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে থাকেন। তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া অন্য স্থানে রফয়ে ইয়াদাইন সংক্রান্ত মাসআলাকে শক্তিশালী করার জন্য তারা ইমাম বুখারী (র.) এর "জুযউ রাফইল ইয়াদাইনের" হাওলা দিয়ে থাকেন। তাওহীদ পাবলিকেশন্স থেকে আহলে হাদীস-সালাফীরা উক্ত কিতাব অনুবাদ ও সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছেন। আশ্চর্যের বিষয় হলো ইমাম বুখারীর উক্ত কিতাবের যে সকল হাদীস সালাফীদের মাসআলার বিপরীতে বর্ণিত হয়েছে সে সকল হাদীসকে তারা যয়ীফ (দুর্বল) সাব্যস্ত করেছেন। বলা বাহুল্য লা-মাযহাবীদের দৃষ্টিতে যয়ীফ হাদীস পরিত্যাজ্য এবং এর বর্ণনাকারী অগ্রহণযোগ্য। সুতরাং "জুযউ রাফয়িল ইয়াদাইন"-এ যে সকল হাদীস যয়ীফ (সালাফীদের দৃষ্টিতে) তা পরিত্যাজ্য এবং এগুলো বর্ণনার কারণে সালাফিদের দৃষ্টিতে ইমাম বুখারী রাবী হিসাবে অগ্রহণযোগ্য।

Scanned by CamScanner

আহলে হাদীসগণ ইমাম বুখারীর "জুযউ রাফয়িল ইয়াদাইন" এর যে সকল হাদীসকে দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন সে হাদীসগুলোর নম্বর ও সংশ্লিষ্ট হাদীস সম্পর্কে তাদের তাহকীক নিচে দেওয়া হলো:

* হাদীস নং ৫৯- সম্পর্কে তারা লিখেন-

৭১. হাদীসটি দুর্বল। বর্ণনাটি মুত্তাসিল সনদে পাওয়া যায়নি। কায়স বিন সাদের রফউল ইয়াদাইন অন্য আলিম থেকে ভিন্ন সনদে প্রমাণিত'। (পৃষ্ঠা: ৬৫)

* হাদীস নং ৭২ সম্পর্কে লিখেন-

৮৭. হাদীসটির সনদ দুর্বল। ইমাম বুখারী তাঁর আল আদাবুল মুফরাদেও মুসাদ্দাদ থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইকরামা থেকে সাম্মাকের বর্ণনা সব সময়ই দুর্বল। পৃষ্ঠা: ৭৫

* হাদীস নং ৮০ সম্পর্কে লিখেন–

৯৬. হাদীসটির সনদ দুর্বল। ইবনু আবী শায়বার হাদীসটি ফজরের কুনুতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণের নিকট জা'ফর বিন মামুন দুর্বল বর্ণনাকারী হিসেবে পরিগণিত। পৃষ্ঠা: ৮২।

* হাদীস নং ৮২ সম্পর্কে লিখেন- হাদীসটির সনদ দুর্বল। পৃষ্ঠা: ৮৩

* হাদীস নং ৮৭ সম্পর্কে লিখেন-

১০৫. হাদীসটির সনদ দুর্বল। তাম্মাম বিন নাজীহ মুহাদ্দিসগণের নিকট দুর্বল বর্ণনাকারী হিসেবে পরিগণিত। "বলল, আমাদেরকে নিয়ে চল" কথাটি তার নিজস্ব সংযুক্তি। আল্লাহ ভাল জানেন। পৃষ্ঠা: ৮৭।

* ৯১ নং হাদীস সম্পর্কে লিখেন-

১০৯. হাদীসটি যয়ীফ। যদিও হাদীসটি আন আন করে সুফইয়ান বিন উইয়াইনা থেকে বর্ণিত হয়েছে। তথাপিও এই বর্ণনাটি ইবনে আবি নাজীহ মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেছেন। (সুত্রঃ আল আহকাম লি ইবনে হাযাম (১৫৭) পৃষ্ঠা: ৮৯।

* ৯৭ নং হাদীস সম্পর্কে লিখেন-

১১৫. হাদীসটির সনদ যয়ীফ। মুসা বিন যাহকান হচ্ছে দুর্বল বর্ণনাকারী। দেখুন তাহযীবুত তাহযীব ও অন্যান্য। পৃষ্ঠা: ৯২।

* ১০১ নং হাদীস সম্পর্কে লিখেন-

১১৯. হাদীসটির সনদ যয়ীফ। সালিহ বিন উবাইদ একজন মাজহুলুল হাল বর্ণনাকারী। একথা কেউ গ্রহণ করেননি যে, ইবনু হিব্বান তাকে সিকাহ বলেছেন। ইমাম আবু হাতিম আর রাযী ও ইমাম যাহাবী তাকে মাজহুল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। পৃষ্ঠা: ৯৪।

* ১০৩ নং হাদীস সম্পর্কে লিখেন-

১২১. হাদীসটি যয়ীফ। এর বর্ণনাকারী সুফইয়ান আস সাওরী। যিনি একজন চমৎকার ইমাম হওয়া সত্ত্বেও তিনি একজন মুদাল্লিস। তার হাদীস শ্রবণের সত্যতা প্রমাণিত হয়নি। পৃষ্ঠা: ৯৫।

--- o ---

Scanned by CamScanner

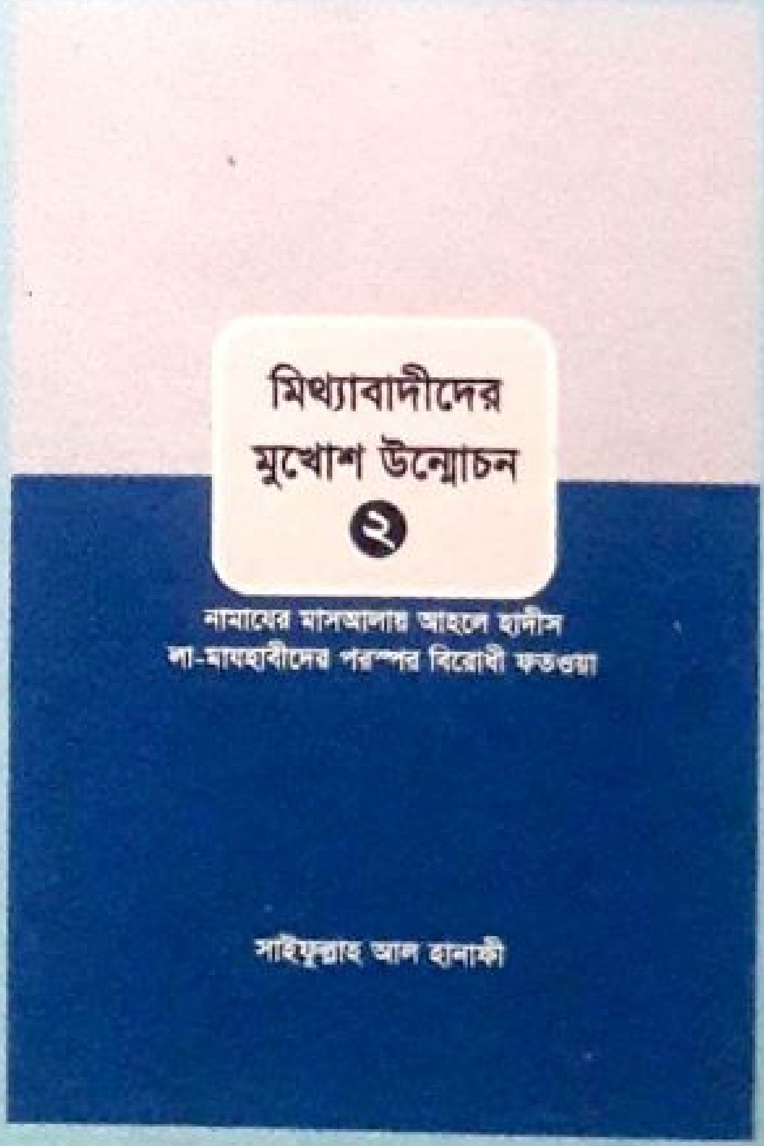

Scanned by CamScanner